গাংনীর গাড়াবাড়িয়াতে জমি দখল, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীতে জোরপূর্বক বাড়ি ভাংচুর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভুগী বিএনপি কর্মী মজিদুল ইসলাম ও তার ভাই মহিরুল ইসলাম। আজ শুক্রবার সকাল ১১ টায় গাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নাম ভাঙ্গিয়ে স্থানীয় বিএনপি নেতা সাজ্জাদ হোসেন পলাশ গাড়াবাড়িয়া অঞ্চলে ভয় ভীতি দেখিয়ে জমি দখল, চাঁদাবাজি, হামলা মামলার হুমকি ও সালিশের নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া সহ নানা অপকর্ম করছেন। তার অত্যাচারে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। সাজ্জাদ হোসেন পলাশ ঢাকায় গিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে আর মেহেরপুরে শিবির করে। এখন গ্রামে নব্য বিএনপি সেজেছে।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভুগীরা আরো অভিযোগ করে বলেন, জেলা জামায়াতের সাবেক সাধারন সম্পাদক মো: সিদ্দিকুর রহমানের কাছ থেকে প্রায় ৫ বছর আগে সাড়ে ১৬ শতক ক্রয় করে সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে গাছগাছালি লাগানো ছিলো। আমার মালিকানাধীন জমির সকল বৈধ কাগজপত্র ও রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও সাজ্জাদ হোসেন পলাশ আমার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ার কারণে আমার প্রতিপক্ষ মকলেছুর রহমান ও আবুল কালাম সহ তাদের ক্যাডার বাহিনী আমার জমি জোরপূর্বক ভাংচুর লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করে দখল করেছে। এতে আনুমানিক ৫/৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনায় মেহেরপুর আদালতে মামলা দায়ের করেছি। মামলার করার কারনে মামলা তুলে নিতে নানা ভাবে হুমকি দিচ্ছে। হুমকির কারণে আমি এবং আমার পরিবার বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছি। যেকোনো সময় আমাদের ওপর হামলা, মিথ্যা মামলা কিংবা অন্য কোনো ধরনের হয়রানির আশঙ্কা করছি। এ কারণে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছি না। আমি সার্বিক বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছি।

[redacted]

[redacted]

এলাকাবাসী জানান, গত ২০২ শের ৫ আগস্টের পর থেকে এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো দলীয় উত্তেজনা বা সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। হঠাৎ এ ধরনের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তারা দ্রুত দোষীদের শনাক্ত ও শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান।

মেহেরপুরের গাড়াবাড়ীয়াতে জমি দখলে বাঁধা দেওয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় আহত ৪, ট্রাক্টরে অগ্নিসংযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া হলদিপাড়া গ্রামে জমি দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার কুয়ারপাড় মাঠে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন— গাড়াবাড়ীয়া হলদে পাড়ার মৃত লালচাঁদের ছেলে জিয়ারুল ইসলাম (৪৫), গাড়াবাড়ীয়া হাটপাড়ার কালামের ছেলে চঞ্চল আলী (৩৩), নজরুলের জামিরুল ইসলাম (৪০) ও হাসিবুল ইসলাম (৪৮)।

আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের মধ্যে জিয়ারুল ও চঞ্চলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সিহাব আলীর দাদা অবিশ্বিস আলী প্রায় ৪০ বছর আগে ওই ৪ বিঘা জমি আহতদের দাদার কাছে বিক্রি করেছিলেন। তবে সম্প্রতি সিহাব আলী ওই জমির মালিকানা দাবি করে আসছিলেন।

ঘটনার সময় দুপুরে সিহাব তাঁর দলবল নিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ ওই জমি দখল করতে যান। এ সময় স্থানীয়রা বাধা দিলে সিহাবের লোকজন তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে চারজন জখম হন।এদিকে

হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। একপর্যায়ে সিহাব আলীর একটি ট্রাক্টরে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।

এছাড়া সিহাবের ছোট ভাই প্রবাসী সাহেব আলীর ছেলে সাব্বির আহমেদকে পাশের সহগলপুর গ্রাম থেকে আটকে রাখা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

গাংনী থানা-পুলিশ জানায়, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে সাব্বিরকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নিয়েছে। এলাকায় পুলিশ, বিজিবি, র্যাব মোতায়েন রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার রায় বলেন, উত্তেজিত গ্রামবাসী সাব্বির হোসেন নামের এক তরুণকে আটকে রেখেছিল, তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে। এলাকায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। অভিযুক্তদের আটকের জন্য পুলিশের অভিযান চলছে।

ঝিনাইদহে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ শহরে ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যুবলীগ নেতার মালিকানা রয়েছে দাবি করে হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার এ হামলার ঘটনা ঘটার পরে প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে শহরজুড়ে।

বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার আক্রোশের শিকার ওই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জনের মালিকানা বা ন্যূনতম কোনো শেয়ার নেই বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। এ নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

জানিয়েছেন শহরের ব্যবসায়ীরা।

আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বেলা ১২টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবাদ জানান ব্যবসায়ী ও ক্ষতিগ্রস্থরা।

পোশাক প্রস্তুতকারী ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ‘বন্ড’ ক্লথিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে জানান, ‘বন্ড’ একটি দেশীয় পোশাক তৈরি ও বিপণন ব্র্যান্ড। দেশের বড় বড় শহরগুলোতে বন্ড তাদের আউটলেট পরিচালনা করছে। ঝিনাইদহ শহরের এইচএসএস সড়কের ‘সাবদার বিশ্বাস মার্কেট’র দুটি ফ্লোর ভাড়া নিয়ে ‘বন্ড’ তাদের আউটলেট চালু করেছে। তিন বছর যাবত একই মার্কেটে (ভাড়াকৃত) ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। ওই ভবনের একক মালিকানা নেই যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জনের। পৈত্রিক সূত্রে ওই ভবনের মালিক চারজন। তাদের মধ্যে আশফাক মাহমুদ জন একজন। তবে তিনি ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ এর কোনো মালিক বা শেয়ার হোল্ডার না।

সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়, যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জন ভবনের যৌথ মালিকদের একজন। কিন্তু তিনি ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’র সঙ্গে কোনো ভাবেই সম্পৃক্ত নেই। কিন্তু একটি মহল বারবার ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ এ যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জনের মালিকানা রয়েছে, এমন গুজব ছড়িয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিতে হামলা চালিয়েছে। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় আড়াই কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা দোকান মালিক সমিতির সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, শহিদুল ইসলাম মিঠু, ‘বন্ড’ ক্লথিং হাউসের জিএম এএমএম মনিরুজ্জামান, রবিউল ইসলাম, ভবন মালিক জাহিদ হোসেন বিপ্লব, রবিউল ইসলাম রবি। এসময় ক্ষতিগ্রস্থ দেশীয় পোশাক প্রস্তুতকারী ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ‘বন্ড’ ক্লথিং হাউস সহ শহরের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বেলা ৩টার দিকে শহরের এইচএসএস সড়কের ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ এ হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা। এসময় প্রতিষ্ঠানটিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিজের একটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ, ভাংচুর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর পরই ঝিনাইদহে বিক্ষুদ্ধ ছাত্র জনতা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে জেলা আওয়ামী লীগের তিন নেতার বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নীসংযোগ চালিয়েছে।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর হোসেন শহীদ সোহরায়ার্দী সড়কের জেলা যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জনের ভাড়া দেওয়া প্রতিষ্ঠান বন্ড শোরুম ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ চালায়। এসময় শহরের পায়রা চত্বরে বেশ কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর চালায় ও মালিককে মারধর করে বিক্ষুদ্ধরা। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বন্ড শোরুমের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে জেলা শহরের হামদহ এলাকায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কনক কাান্তি দাসের বাড়ি, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সহ সভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মাসুমের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিানে ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সাবেক এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকীর বাসায় হামলা ও ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধরা। এছাড়া কনক কান্তি দাসের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটায়।

কনক কান্তি দাসের ভাই গোপাল কৃষ্ণ দাস জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করতে থাকে বিক্ষুব্ধ শতাধিক লোকজন। এক পর্যায়ে তারা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে আসবাবপত্রসহ মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। এ সময় তারা আসবাবপত্র বের করে বাড়ির সামনে অগ্নিসংযোগ করে। অবস্থা বেগতিক দেখে গোপাল কৃষ্ণ

দাস পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যান। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এর কিছুক্ষণ পরেই জেলা শহরের নতুন হাটখোলা সড়কের পাশে ঠিকাদার মিজানুর রহমান মাসুমের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা।

চুয়াডাঙ্গায় টগর এমপির বাড়িসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও জনতার উল্লাস

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদায় বিজয়ের আনন্দ আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণ এমপি সহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী বাড়ি ভাঙচুরের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার দুপুর ৩ টার পর থেকে এই ঘটনা ঘটে।

দামুড়হুদা উপজেলায় সাধারণ শিক্ষার্থী জনসাধারণের রাস্তায় নেমে এসে বিজয়ের আনন্দ আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণ করেছে। আনন্দ মিছিল শেষে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক আবিদ হাসান রিফাত, যুগ্ন আহবায়ক সাদ্দাম সাকিব নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা দর্শনা সরকারি কলেজ শহীদ মিনারে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। এই ছাত্র আন্দোলনের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা ও শোক পালন করেছে শিক্ষার্থীরা। এদিকে বিক্ষুপ্ত জনতারা চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগরের বাস ভবন সহ আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীদের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি আলী আজগার টগরের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করেছে। ঘটনার বিবরনে জানাযায়, বৈষম্য বিরোধী সাধারণ ছাত্র/ছাত্রী সমাজের উদ্যোগে সরকার পদত্যাগের ১ দফা দাবি পৃরন হবার সাথে সাথে ঢাকা গনভবন দখল করে নেয় ছাত্র ছাত্রীরা এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাছিনা পদত্যাগ করে দেশ

ছেড়ে চলে যাওয়ার সাথে সাথে সারা বাংলাদেশের ন্যায় বিক্ষুব্ধ জনতা চুয়াডাঙ্গা আসনের এমপি আলী আজগার টগরের দর্শনাস্থ আকাশ টাওয়ারের মার্কেট ও আলীসান বাড়িতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকলে দর্শনা বাসির মধ্যে আতকং ছড়িয়ে পড়ে।

সরজমিনে দেখা যায়, জনগনের যে একদফা দাবি পৃরন হবার সাথে ও প্রধানমন্ত্রী দেশ ছেড়ে পালাবার পরপরই দর্শনাসহ আশপাশ এলকায় মিষ্টি বিতরন করতে দেখা যায়। অপরদিকে, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সহ সম্পাদক, আব্দুল মান্নানের সিঙ্গার শো রুম বিক্ষুব্ধ জনতা দোকান ভংচুর করে। পরে দর্শনা দক্ষিনচাদপুর ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আব্দুল হাকিমের দোকান ভাংচুর করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এরপর দর্শনা আকন্দবাড়িয়া শেখ পাড়ায় ওমর বাড়ি ভাংচুর করে। পরে প্রায় ৪ গ্রামবাসি মিলে সিংনগরের বিল দখল করে মাছ ধরা শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

জীবননগরে অগ্নিসংযোগের মূল আসামীসহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থানাধীন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন কাঠপট্টিতে গতকাল ১৫ মে রাত একটার সময় আকস্মিক আগুন লাগে। আগুন লাগার সংবাদ পেয়ে জীবননগর ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে না পারলে পরবর্তীতে দর্শনা ফায়ার সার্ভিস ও মহেশপুর ফায়ার সার্ভিস ও জীবননগর থানা টহল পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় আনুমানিক ৩ ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ০৬ (ছয়)টি ছোট বড় কাঠের ফার্নিচারের দোকান পুড়ে যায়। উক্ত অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা। বর্ণিত ঘটনার বিষয়ে জীবননগর থানায় এসে বাদী মোঃ শহিদ(৪০), পিতা-মৃত ওসমান গণি,সাং-বাঁকা আশতলাপাড়া,থানা-জীবননগর, জেলা-চুয়াডাঙ্গার কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জীবননগর থানায় আজ বৃহস্পতিবার মামলা নং-০৮

ধারা-৪৩৬ পেনাল কোড রুজু করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা ঘটনার সাথে জড়িত প্রকৃত আসামী গ্রেফতারের জন্য কিছু কৌশল জীবননগর থানার অফিসারদের নির্দেশনা অবলম্বনের পরামর্শ দেন।জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ একরামুল হোসাইন, এসআই(নিঃ) দিপু মন্ডল সহ জীবননগর থানা পুলিশের চৌকস টিম ঘটনার পরপরই জীবননগর পৌরসভা বাজারস্থ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ পূর্বক ফুটেজ পর্যালোচনা করতঃ ঘটনার সাথে জড়িত আসামী গ্রেফতারের জন্য জীবননগর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

সিসি ফুটেজ পর্যালোচনা ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটার সময় জীবননগর থানাধীন শিয়ালমারী পশুহাট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ঘটনার সাথে জড়িত আসামী ১। সোনা মিয়া (২৫), পিতা-মোঃ রমজান আলী, সাং-একতারপুর, ২। মোঃ শামীম হোসেন (২৯) পিতা-মোঃ খেজমত আলী, সাং-বসতীপাড়া, উভয় থানা-জীবননগর, জেলা- চুয়াডাঙ্গাদ্বয়কে সনাক্ত পূর্বক গ্রেফতার করেন।আসামীদের ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা ঘটনার বিষয়ে জড়িত মর্মে স্বীকার করে। অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ব্যবহৃত ১নং আসামীর একটি হিরো-১০০ সিসির মোটরসাইকেল উদ্ধার পূর্বক জব্দ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতিতে অগ্নিসংযোগ ও পদাঘাত

চুয়াডাঙ্গায় বীরমুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে বানোয়াট মিথ্যা অভিযোগ তুলে মানববন্ধন এবং প্রতিকৃতিতে অগ্নিসংযোগ ও পদাঘাত করা হয়েছে। এঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে দর্শনা মুক্তিযোদ্ধা পৌর কমান্ডারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১১টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে ওয়েভ